সুখতপ্ত

এইচ জি প্রডাকসন্সের নিবেদন

সুবর্ণলতা

চিত্রনাট্য পরিচালনা : **অগ্রদূত** প্রযোজনা : **এইচ কে জেলোকা**

কাহিনী ও গীতরচনা	: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	নৃত্য পরিচালনা	: বব দাস, সুরেন দাস
সঙ্গীত পরিচালনা	: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রূপসজ্জা	: বসীর আহমেদ
চলচ্চিত্রায়ন	: বিভূতি লাহা	ব্যবস্থাপনা	: রমেশ সেনগুপ্ত
শব্দানুলেখন	: যতীন দত্ত	শব্দ পুনর্যোজনা	: শ্যামসুন্দর ঘোষ
চিত্র সম্পাদনা	: বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	প্রচার পরিকল্পনা	: পঙ্কজ দত্ত
শিল্প-নির্দেশনা	: সতোন রায় চৌধুরী	স্থিরচিত্র গ্রহন	: এডনা লরেঞ্জ

সর্বাধ্যক্ষ : দেবকীনন্দন শা

—সহযোগীতায় —

চিত্রনাট্য পরিচালনা	: দেবাংশু মুখোপাধ্যায়	পরিচালনায়	: চন্দন চক্রবর্ত্তী
চলচ্চিত্রায়নে	: সুশান্ত মৈত্র, বৈদ্যনাথ বসাক		কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়
সম্পাদনায়	: রমেশ ঘোষ	শব্দানুলেখন	: শৈলেন পাল
রূপসজ্জায়	: মুন্সীরাম	দৃশ্যসজ্জায়	: জগবন্ধু সাউ
ব্যবস্থাপনায়	: সুবোধ দে	সঙ্গীতে	: সমরেশ রায়

আলোক নিয়ন্ত্রণে : নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, জগন্নাথ ঘোষ, হটো জানা, নব রাউত, ধনেশ্বর

শ্রেষ্ঠাংশে : **উত্তম কুমার * সন্ধ্যা রায়**

ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, শিউলী মজুমদার, অপর্ণা দেবী, গীতালি রায়, রুবি মিত্র, মাঃ বাপি, গীতা দে, আশা দেবী সন্ধ্যা দেবী, মৃণাল, সুনীলেশ, মাঃ দিলীপ, করুণ, সত্য, কল্পনা কৃষ্ণরঞ্জন, শুভেন্দু, কমলা, সুনীতি, অর্দ্ধেন্দু, তারাপদ, বাসুদেব জ্যোৎস্না, রঞ্জিত, শাশ্বতী, আশীস, রমেশ, সুবোধ, বব দাস, শঙ্করী, রেবা

নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতাভাজন : ডাঃ পৌরুষ রাণা (হরিদ্বার), ইস্টার্ণ রেলওয়ে, হসপিটাল অ্যাপ্লায়েন্সস (প্রাঃ) লিঃ, ফায়ার সার্ভিসেস (পশ্চিম বঙ্গ) গায়েন গার্ডেন্স, হ্যাণ্ডলুম হাউস

রাধা ফিল্মস ষ্টুডিও-তে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ

রীভস্ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ আর বি মেহতার তত্বাবধানে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনা—**প্র ভা পি ক চা র্স**

কাহিনী

দাদার সংসারে জীবন অতিষ্ঠ হতে কনকলতা কলকাতায় তার মাসিমার কাছে চলে যাওয়া স্থির করলে। মাঝপথে ছোট্ট এক জংশন স্টেশনে নামলো ট্রেন বদল করতে। কলকাতাগামী ট্রেনের জন্য ওয়েটিং-রুমে অপেক্ষা করছে, এক মহিলা একটি শিশুকে কোলে নিয়ে প্রবেশ করলেন। এক সময় 'এখুনি আসছি' বলে শিশুটিকে কনকলতার জিম্মায় রেখে মহিলা সেই যে চলে গেলেন, দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেও তাঁর আর প্রত্যাবর্তন ঘটল না।

এ ঘটনার পর ছ-বছর পার হয়ে গেছে। কনকলতার বর্তমান আবাস হরিদ্বারে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রী নিবাসে। সেদিনের সেই শিশু কনকলতাকেই মা বলে ডাকে এবং কোনক্রমে শিশু যাতে কিছু বুঝতে না পারে এজন্য কনকলতা নিজের নামটি পর্যন্ত বদল করে শিশুটিরই আসল মায়ের নামে নিজের পরিচয় দেয় সুলতা চৌধুরী বলে। যাত্রীনিবাসটি বলতে গেলে একাই কনকলতা চালায় এবং সেই সঙ্গে তার 'ছেলেকে' মানুষ করে তুলতে থাকে।

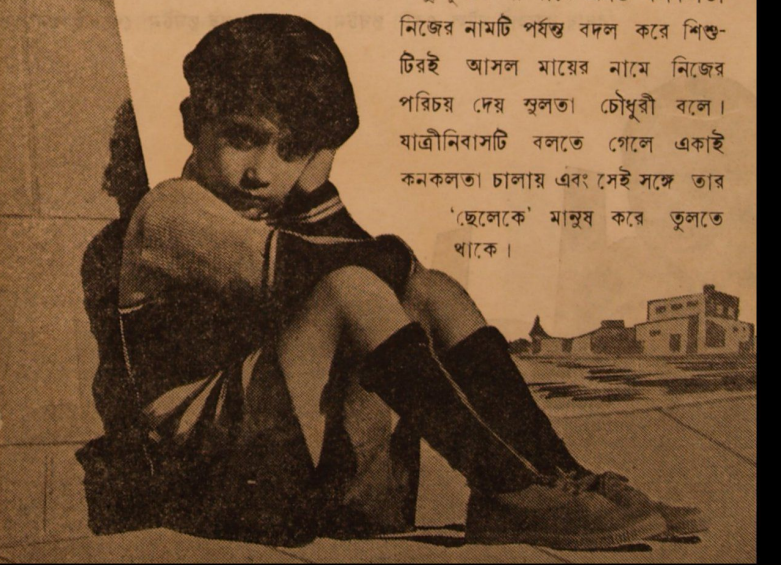

একদিন তীর্থ করতে এলেন ভূপেশনাথ তাঁর ভগিনী সুভাষিণীকে নিয়ে। সুভাষিণীই আবিষ্কার করলেন যে কনকের ছেলে প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বর্গত জ্যেষ্ঠপুত্র আদিত্যনারায়ণেরই একমাত্র পুত্র প্রবীর।

সুভাষিণী সুলতাবেশী কনক ও তার পুত্র প্রবীরকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দ্বীপেন্দ্র প্রবীরকে গ্রহণ করতে রাজী হলেও যার জন্য তার দাদা আত্মহত্যা করেছেন, সেই সুলতাকে আশ্রয় দেওয়াতেই আপত্তি জানাল। ধরা পড়ার ভয়ে একটা দারুণ অস্বস্তি ও আতঙ্কের মধ্যে কনকের দিন কাটে। দ্বীপেন্দ্র টাকা নিয়ে প্রবীরকে রেখে 'সুলতা'কে চলে যেতে বলে। কনক জবাব দেয় অর্থের বিনিময়ে স্নেহ-মমতা ভালবাসা কেনা যায় না!

অবশেষে কনক যে সুলতা নয়, দ্বীপেন্দ্রের কাছে একদিন তা ধরা পড়ে যায়। এর পর আর কনকের পক্ষে ওবাড়ীতে থাকা সম্ভব হল না। শুধু একটা অনুরোধ করে গেল যাবার সময়ঃ প্রবীর যেন কোনদিন না জানতে পারে যে সে তার মা নয়।

কনক আশ্রয় পেল তার এক বান্ধবীর গৃহে। বান্ধবী তাকে চাকরিও যোগাড় করে দিল হ্যাণ্ডলুম হাউসে। কনকের মনে সারাক্ষণই শুধু প্রবীরের চিন্তা। ইতিমধ্যে দ্বীপেন্দ্র একদিন এল তার বান্ধবী ললিতাকে নিয়ে শাড়ী কিনতে। ললিতার সঙ্গেই দ্বীপেন্দ্রের বিয়ের ঠিক ছিল। কিন্তু ললিতা বিশ্বাসভঙ্গ করে বিলেতে চলে যায়। ফিরে এসে অর্থ শোষণের জন্য আবার দ্বীপেন্দ্রের ওপর ভর করেছে। দ্বীপেন্দ্র হ্যাণ্ডলুম হাউসে কনককে দেখে অবাক হয়। একসময় জানায় প্রবীর অসুস্থ। কনকের বুকটা হু হু করে ওঠে। কাজ ফেলে তখনই সে ছোটে তার প্রবীরকে দেখতে।

'মা'-কে ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে প্রবীর সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু বিপর্যয় ঘটল আর এক দিক থেকে। কনকের প্রধান সহায় ও আশ্রয়স্থল ভূপেন্দ্রনারায়ণ মারা গেলেন। উইলে ভূপেন্দ্রনারায়ণ কনককে দিয়ে গেলেন একলক্ষ টাকা। কিন্তু দ্বীপেন্দ্র এখন অন্য মানুষ। ললিতার সঙ্গে সরলহৃদয় কনকের পার্থক্য সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। আরো সে বুঝতে পেরেছে যে কনক ছাড়া প্রবীর সুস্থ থাকতে পারে না।

কনক কিন্তু চিরদিনের জন্য এ বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাওয়াই স্থির করল। প্রবীরের ওপর তার যত টানই থাক সে এবাড়ীরই বংশধর। তার ওপর কনকের কোন দাবি খাটে না।

বিদায় কালেই ঘটল একটা দুর্ঘটনা। আর সেই দুর্ঘটনা থেকেই কনকের জীবনে উদীত হল এক নতুন সূর্য —

সঙ্গীত

॥ ১ ॥

কে যাবি কে যাবি আর তবে দেরী নয়
আয় তোরা আয় ছুটে আয় রে
খোকাবাবু বেড়াতে যায়।
ওরে ভুলো বেড়াল বাবু সোনার সাথে
দুটো কথা কয়ে যা,
তুই গোঁফে দিয়ে তা,
সা রে গা মা পা ধা নি
গজলখানা গা।

ওরে বাঘা কুকুর যাবি যদি আয় রে
কোমরখানা বেঁধে নে
তোর ল্যাজ দিয়ে নাড়া ঘেউ ঘেউ সুরে ভাই
গান শুনিয়ে দে।
ওরে ছাগলছানা পড়ে আছিস কেন
মাথায় ঝাঁকি মেরে
ও তুই লম্বা দাড়ি নেড়ে
কালোয়াতি শোনা রে মিহি গলা ছেড়ে।

কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

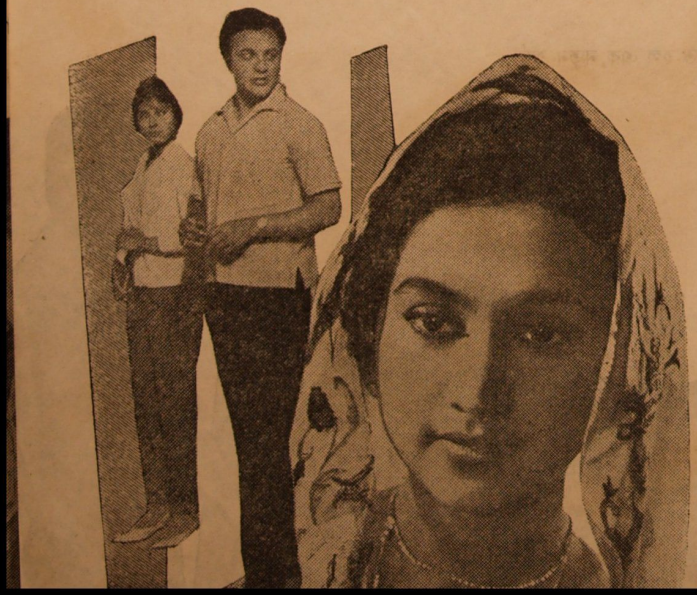

॥ ২ ॥

কখনো মন প্রজাপতি দোলায় শুধু পাখা,
কখনো মন রামধনুতে সাতটি রঙে আঁকা।
সেই কথাটি জানো কি গো বল না ?
আমি যে এক মায়ামৃগ এই তো আমার ছলনা—
ধরা ছোঁয়ার বাইরে আমার পালিয়ে শুধু থাকা।
একটু শুধু খুশী আর একটু শুধু নেশা
হারিয়ে যাবার সুরে শুধু এমন আমার মেশা !
পলাশেরই স্বপ্ন জাগে মরমে
কত রঙের ছোঁয়া লাগে তাইত মরি সরমে
—আমিই জানি আপনারে লুকিয়ে কেন রাখা ॥

কণ্ঠঃ সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

ওগো স্বপ্ন ভ্রমর গুন গুন গুন সুরে গাও
আহা কেন ডাকো না
কাছে থাকো না
কেন শুধু দূরে দূরে যাও।
দোল লেগেছে,
আমার গানের নতুন সুরে
খুশী যেন জেগেছে
মন কিছু দাও কিছু মন নাও।
রঙ ঝরেছে
যৌবন মৌবনে হঠাৎ ওগো মৌ কেন ধরেছে
মন কোথায় উধাও জানো না কি তাও ?

কণ্ঠঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

॥ ৪ ॥

সব কিছু বোঝানো কি যায় ?
মনের গভীরে যেকথা লুকায়ে থাকে,
কেউ তারে বোঝে না তো হায়।
বুক ফেটে যায় অধর কাঁপে
তবু মুখে কিছু বলা যায় না,
মরু ডেকে নেয় তাই তো নদী

সাগর কে খুঁজে পায় না —
তার স্বপ্ন যে মুছে যেতে চায়।

না ফুটিতে ওই কে জানে কেন
তবু ফুলের তো ফোটা হলো না,
ব'লে যায় ঝড়, প্রদীপ তুমি
নিভে যাও আর জ্বলো না
এই মিলনেই আসুক বিদায়।

কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

HC PRODUCTIONS

পরবর্তী আকর্ষণ

মহুয়া প্রিন্টিং প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।